তফসিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধি

[ধারা ৩৬(২) দ্রষ্টব্য]

১। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই সংবিধিতে- সংজ্ঞা

(ক) "আইন" অর্থ রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬; এবং

(খ) "সিন্ডিকেট", "একাডেমিক কাউন্সিল", "কর্তৃপক্ষ", "কর্মকর্তা", "অধ্যাপক", "সহযোগী অধ্যাপক", "সহকারী অধ্যাপক", "প্রভাষক", "কর্মচারী" এবং "রেজিস্ট্রারভুক্ত গ্রাজুয়েট" অর্থ যথাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, কর্মচারী এবং রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট।

২। (১) কোন অনুষদ উহার ডীন এবং অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত হইবে। অনুষদ

(২) প্রত্যেক অনুষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে যাহা নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ডীন, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহের চেয়ারম্যান;

(গ) অনুষদের দশজন অধ্যাপক, যাঁহারা ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত হইবেন;

(ঘ) অধ্যাপক ও চেয়ারম্যানগণ ব্যতীত অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ের পাঁচজন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ঙ) অনুষদের বিষয় নহে অথচ একাডেমিক কাউন্সিলের মতে অনুষদের বিষয়ের সহিত গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন বিষয়ে অনধিক তিনজন শিক্ষক, যাঁহারা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হইবেন; এবং

(চ) অনুষদের এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন তিনজন ব্যক্তি, যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন এবং একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৩) নির্বাহী কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান এবং একাডেমিক কাউন্সিলের উপর অর্পিত ক্ষমতা সাপেক্ষে, প্রত্যেক অনুষদের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ-

(ক) অনুষদের জন্য পাঠ্যসূচী, পাঠক্রম ও অধ্যায়নের বিষয় নির্দিষ্ট করা, প্রত্যেক পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের জন্য নম্বর ধার্য করা এবং এতদুদ্দেশ্যে পাঠক্রম কমিটিসমূহ গঠন করা;

(খ) অনুষদের বিষয়সমূহের পরীক্ষার জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট পরীক্ষকদের নাম সুপারিশ করা;

(গ) ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য সম্মান প্রদানের শর্তাবলী একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা;

(ঘ) অনুষদের বিভাগসমূহের শিক্ষক ও গবেষক পদ সৃষ্টির জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করা; এবং

(ঙ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক উহার নিকট প্রেরিত অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পাঠক্রম কমিটিসমূহ

৩। (১) প্রত্যেক বিভাগে একটি পাঠক্রম কমিটি থাকিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থাপনার জন্য পাঠক্রম কমিটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিভাগের শিক্ষকগণ;

(গ) অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের দুইজন শিক্ষক; এবং

(ঘ) একাডেমিক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয় বা উহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে দুইজন বিশেষজ্ঞ সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ব্যক্তি।

(৪) পাঠক্রম কমিটি পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করিবে এবং অনুষদ, একাডেমিক কাউন্সিল ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ না থাকিলে, অনুষদের ডীন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডীন কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিষয়ের পাঁচজন শিক্ষক সমন্বয়ে পাঠক্রম কমিটি গঠিত হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৬) কমিটিতে মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

(৭) পাঠক্রম কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) বিভাগীয় পর্যায়ে শিক্ষার কারিকুলাম নির্ধারণে একাডেমিক কাউন্সিলকে পরামর্শ প্রদান করিবে;

(খ) অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিবে;

(গ) বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে;

(ঘ) বিভাগীয় ছাত্রদের গবেষণা সন্দর্ভ বা থিসিস ও অন্যান্য পরীক্ষার পরীক্ষকদের নাম একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করিবে; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট বা একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবে।

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি

৪। পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) ঠিকাদার তালিকাভুক্তকরণ, দরপত্র বাছাই ও ঠিকাদারের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(খ) পূর্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পূর্ত কর্মসমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয় সাধন; এবং

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর অথবা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন।

বাছাই বোর্ড

৫। (১) অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরের অন্যূন একজন বিশেষজ্ঞসহ চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত তিনজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(গ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত দুইজন বিশেষজ্ঞ, যাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন এমন ব্যক্তি যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন।

(২) সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক নিয়োগের জন্য একটি বাছাই বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) ট্রেজারার;

(গ) সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন;

(ঘ) বিভাগীয় চেয়ারম্যান;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থা হইতে মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(চ) সিন্ডিকেট কর্তৃক অন্যান্য মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ।

(৩) বাছাই বোর্ড প্রত্যক দুই বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নূতন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববতী বোর্ড বলবৎ থাকিবে।

(৪) কোন বাছাই বোর্ডের সুপারিশের সহিত সিন্ডিকেট একমত না হইলে বিষয়টি উক্ত বোর্ড কর্তৃক চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং এই বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কর্মচারী নিয়োগর জন্য সংবিধি দ্বারা বাছাই কমিটি গঠিত হইবে।

(৬) কোন বাছাই কমিটির মনোনীত কোন সদস্য দুই বৎসর মেয়াদের জন্য সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহার মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, পদাধিকারবলে কোন সদস্য কেবল তাঁহার স্বপদে বহাল থাকা পর্যন্ত বাছাই কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(৭) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে নিয়োগ দান করিবে।

(৮) বাছাই কমিটি বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়ে সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(৯) সিন্ডিকেটের পূর্বানুমোদনক্রমে, ভাইস-চ্যান্সেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান বা শাখা প্রধানের সুপারিশের ভিত্তিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক বা শাখা প্রধানের পদ ব্যতীত অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবেন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

৬। (১) রেজিস্ট্রার, গ্রন্থাগারিক এবং সমপদমর্যাদাসম্পন্ন ও সমবেতনের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথাঃ- কর্মকর্তাগণের নিয়োগ

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য;

(ঘ) সিন্ডিকেটের একজন সদস্যসহ উক্ত বোর্ড কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ; এবং

(ঙ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(২) অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তাগণ নিম্নবর্ণিত সদসগণের সমন্বয়ে গঠিত বাছাই বোর্ডের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) ট্রেজারার;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন ডীন;

(ঘ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন চাকুরীতে নিয়োজিত নহেন; এবং

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন বিশেষজ্ঞ।

৭। (১) গ্রাজুয়েট হওয়ার পর কমপক্ষে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটদের রেজিস্টারে তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত করার অধিকারী হইবেন। রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট

(২) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট তাঁহার নাম রেজিস্ট্রিকরণের প্রথম বৎসর হইতে ক্রমাগতভাবে পনের বৎসরের বার্ষিক ফিস প্রদান করিয়া থাকিলে তিনি আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়াই রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট হিসাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৩) কোন রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েট উপরোক্তভাবে রেজিস্টারভুক্ত হওয়ার পর যে কোন সময়ে ফিস বাবদ এককালীন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া অনুরূপ ফিস প্রদানের তারিখ হইতে আমরণ বা ইস্তফা প্রদান না করা পর্যন্ত আর কোন ফিস প্রদান না করিয়া রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৪) গ্রাজুয়েটদের তালিকাভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যপদ্ধতি তৎকর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৬) তালিকাভুক্তি বা রেজিস্টেশন সংক্রান্ত সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৭) রেজিস্টারভুক্ত গ্রাজুয়েটগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকারী হইবেন।

অন্যান্য কর্মকর্তাগণের কর্তব্য

৮। অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত কর্তব্য পালন করিবেন।

সম্মানসূচক ডিগ্রী

৯। কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদানের কোন প্রস্তাব একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক সিন্ডিকেটের নিকট প্রেরিত হইলে এবং সিন্ডিকেট প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে উহা চ্যান্সেলরের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করা হইবে এবং চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হইলে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করা যাইবে।

শিক্ষাক্রম

১০। আইন অনুযায়ী একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

বিভাগ

১১। (১) বিভাগীয় চেয়ারম্যান অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগিতায় বিভাগীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(২) প্রত্যেক বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগীয় অধ্যাপকগণের মধ্যে হইতে পালাক্রমে দুই বৎসর মেয়াদের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে একজনকে পালাক্রমে বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক না থাকেন তাহা হইলে বিভাগের প্রবীনতম শিক্ষকদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই সংবিধির জন্য পদবী ও পদমর্যাদার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে এবং কোন ক্ষেত্রে পদবী ও পদমর্যাদা সমান হইলে সমপদে চাকুরীকালে দীর্ঘতার ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৩) ডীনের সাধারণ তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকগণের সহযোগীতায় বিভাগীয় কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমন্বয় সাধন করিবেন।

(৪) একাডেমিক কাউন্সিল এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে, বিভাগীয় চেয়ারম্যান তাঁহার বিভাগে শিক্ষাদান ও গবেষণা সংগঠন ও পরিচালনার জন্য ডীনের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) প্রত্যেক বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সাধারণ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে এবং চেয়ারম্যান বিভাগের রুটিন কার্যাদি সম্পাদন করিবেন।

(৬) বিভাগের নীতি নির্ধারণ বিষয়াদি বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি এবং বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটির আওতাভুক্ত থাকিবে।

(৭) বিভাগের সকল শিক্ষক সমন্বয়ে একাডেমিক কমিটি গঠিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিবে, যথাঃ

(ক) ছাত্র ভর্তি;

(খ) পাঠক্রম;

(গ) পরীক্ষা;

(ঘ) শিক্ষাদান; এবং

(ঙ) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়ক কার্যাবলী।

(৮) বিভাগের মোট শিক্ষক সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষক সমন্বয়ে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভাগীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কমিটির সদস্য সংখ্যা অন্যূন তিনজন হইতে হইবে।

(৯) প্ল্যানিং কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথাঃ-

(ক) বিভাগের সম্প্রসারণ; এবং

(খ) শিক্ষক, অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের সুপারিশ।

১২। রেজিস্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক কর্মকর্তা হইবেন, এবং তিনি- রেজিস্ট্রারের কর্তব্য

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিলপত্র ও সাধারণ সীলমোহর এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক তাঁহার তত্ত্বাবধানে অর্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হইবেন;

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(খ) সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিবেন;

(গ) একাডেমিক কাউন্সিলের সচিব হইবেন;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় রেজিস্ট্রার সচিব হিসাবে উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন;

(ঙ) বক্তৃতা, হাতে-কলমে প্রদর্শন, টিউটোরিয়াল, পরীক্ষাগারের কাজ, গবেষণা, ব্যক্তিগত পড়াশোনাসহ একাডেমিক শিক্ষাকমন্ডলীর কাজের সময়সূচী ও ব্যক্তিগত পথ নির্দেশনার মাধ্যমে ছাত্রদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং তাহাদের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর তদারকীর বিষয়ে ডীন ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবেন;

(চ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক তাঁহার হেফাজতে ন্যস্ত সকল গোপনীয় প্রতিবেদন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন; এবং

(ছ) একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিচালক (গবেষণা)

১৩। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা ও গবেষণা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূন্যতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (গবেষণা) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (গবেষণা) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

১৪। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসন ও হিসাব কর্মকান্ডে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) নিযুক্ত হইবেন।

(২) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ)

১৫। (১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) নিযুক্ত হইবেন।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(২) পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া ছাত্রদের শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধান এবং সার্বিক কল্যাণ বিধান করিবেন।

(৩) পরিচালক (ছাত্র কল্যাণ) এর অন্যান্য দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

প্রক্টর

১৬।(১) ভাইস-চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে, শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষাকগণের মধ্য হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য একজন প্রক্টর এবং প্রয়োজনে, সহকারী অধ্যাপক পদমর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সহকারী প্রক্টর নিযুক্ত হইবেন।

(২) প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরের, যদি থাকে, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব

১৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা;

(খ) গবেষণা পরিচালনা, নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করা;

(গ) বহিরাঙ্গন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, পাঠক্রম ও পাঠ্য উপকরণ প্রণয়ন, পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা, গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য পাঠক্রমিক ও সহ-পাঠক্রমিক কার্যক্রম সংগঠনে কর্তৃকপক্ষকে সহায়তা দান করা;

(ঙ) ছাত্রদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পরামর্শ দান ও ছাত্রদের পাঠক্রম অতিরিক্ত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করা; এবং

(চ) সিন্ডিকেট ও ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

আর্থিক সুবিধা

১৮। (১) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সফলতার সহিত সম্পাদনের স্বীকৃতিস্বরূপ অনার্জিত বেতন বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল দায়িত্বের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইবে সেই সকল দায়িত্বের মধ্য হইতে একসঙ্গে একাধিক দায়িত্ব কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদান করা যাইবে না।

অবসর

১৯। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৬০ বৎসর বয়স পূর্তিতে অবসর গ্রহণ করিবেন।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যান্সেলরের পূর্বানুমোদনক্রমে, সিন্ডিকেট প্রয়োজনবোধে কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ এক নাগাড়ে দুই বৎসরের বেশি বৃদ্ধি করা যাইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষকের অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে বর্ধিত মেয়াদ গণ্য করা যাইবে না।

আনুতোষিক

২০। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন পাঁচ বৎসর কিন্তু দশ বৎসরের কম চাকুরী করার পর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে বা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে তিনি যত বৎসর চাকুরী করিয়াছেন উহার প্রতি পূর্ণ বৎসরের জন্য দুই মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ তাঁহার সর্বশেষ গৃহীত বা প্রাপ্য মাসিক মূল বেতনের হার অনুযায়ী সমপরিমাণ অর্থ আনুতোষিক হিসাবে প্রদান করা হইবে।

অবসর ভাতা

২১। কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্যূন দশ বৎসর চাকুরী করার পর অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে বা পদ অবলুপ্তির কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান ঘটিলে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, অবসর ভাতার যে হার নির্ধারণ করে সেই হারে তাঁহাকে বা, তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে অবসর ভাতা প্রদান করা হইবে।

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

২২। (১) বিশ্ববিদ্যালয় উহার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল গঠন করিবে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধান মোতাবেক উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কে প্রণীত বিধিমালা, প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

কল্যাণ তহবিল ও তহবিল ব্যবস্থাপনা

২৩। (১) রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে কর্মরত সকল সরকরী ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিল, সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথবীমা, কন্ট্রিবিউটরী প্রভিডেন্ট ফান্ড ও এই ধরণের তহবিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ তহবিলে এ বং অন্যান্য তহবিল অতঃপর

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিলে কল্যাণ তহবিল হিসাবে রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) অনুসারে যে সকল কর্তৃক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের প্রয়োজন নাই তাঁহারা, বিশেষ কারণে কোন ক্ষেত্রে কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি কর্তৃক কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত না হইলে, উক্ত তহবিল হইতে কোন সুবিধা বা মঞ্জুরী লাভের অধিকারী হইবেন না।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিকালীন সময় ব্যতীত কর্মরত থাকাকালীন সকল সময়ের জন্য মাসিক ভিত্তিতে কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন, তবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক কোন চাঁদা প্রদেয় হইবে না, যথাঃ-

(ক) ষাট বৎসরের বেশী বয়সে কোন ব্যক্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে সেই ব্যক্তি;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(গ) খন্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঘ) অস্থায়ী ভিত্তিতে অথবা ছুটিজনিত শূন্য পদে নিয়োজিত ব্যক্তি;

(ঙ) সরকার বা কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইতে পেনশনভোগী ব্যক্তি।

(৩) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদানের হার হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) শিক্ষক, মূল বেতনের ১%;

(খ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা, মূল বেতনের ০.২৫%;

(গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.২৫%;

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, মূল বেতনের ০.১২৫%ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ড, সময় সময়, সিন্ডিকেটের সম্মতিক্রমে, উক্ত হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(৪) নিম্নবর্ণিত উৎসগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাসিক বেতন বিল হইতে তহবিলের চাঁদা হিসাবে আদায়কৃত অর্থ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত অনুদান;

(গ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কল্যাণ তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের ফলে প্রাপ্ত মুনাফা এবং সুদসহ সকল আয়।

Copyright © Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(৫) কোন তফসিলি ব্যাংকে কল্যাণ তহবিলের নামে একটি হিসাব খাত খুলিয়া তহবিলের সকল অর্থ উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৬) কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক বা একাধিক ব্যক্তি কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও তৎকর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, উক্ত হিসাব হইতে টাকা উত্তোলনসহ উহা পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করিবেন।

(৭) কল্যাণ তহবিলের টাকা প্রতি মাসের প্রথমার্ধে উক্ত হিসাবে জমা করিতে হইবে।

(৮) ট্রেজারার প্রতি অর্থ-বৎসরে কল্যাণ তহবিলের সুবিধাভোগীগণকে প্রদেয় অর্থের সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক হিসাবের ভিত্তিতে নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত পরিমাণ অর্থ সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই বিনিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে হইবে, তবে কোন সিকিউরিটিতে কী পরিমাণ অর্থ কী শর্তে বিনিয়োগ করা হইবে তাহা কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি নির্ধারণ করিবে।

(৯) ট্রেজারার অর্থ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে তহবিলের সকল অর্থের হিসাব-নিকাশ সুস্পষ্টভাবে রক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাব-নিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হিসাব-নিকাশের ন্যায় একই সঙ্গে সরকারী নিরীক্ষকগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিজেই এই তহবিলের হিসাব-নিকাশের প্রাক-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

(১০) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি কর্তৃক কল্যাণ তহবিল পরিচালিত হইবে, যথাঃ-

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত সিন্ডিকেটের একজন সদস্য;

(গ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঘ) রেজিস্ট্রার; এবং

(ঙ) ট্রেজারার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(১১) কল্যাণ তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা তাঁহাদের পরিবারবর্গের দাবী মিটানো, মঞ্জুরী অনুমোদন এবং তহবিলের অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যয়সহ প্রয়োজনীয় এবং আনুষঙ্গিক সকল কাজ করিবার বা করাইবার ক্ষমতা কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির থাকিবে এবং সিন্ডিকেট প্রণীত অন্যান্য বিধান এবং এই সংবিধি অনুসারে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

(১২) কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটির সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(১৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে, তাঁহাকে, অথবা তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(খ) চাকুরীতে থাকাকালে কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পরিবারকে;

(গ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি অবসর গ্রহণ করিলে এবং তিনি কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়কাল চাকুরী করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে বা তাঁহার পরিবারকে; এবং

(ঘ) শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য কল্যাণকর হয় এমন যে কোন উদ্দেশ্যে, যাহা কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) এইরূপ আর্থিক মঞ্জুরী অনধিক দশ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রদেয় হইবে অথবা উক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী জীবিত থাকিলে যে তারিখে তাঁহার বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হইবে সেই তারিখ পর্যন্ত এই দুইয়ের মধ্যে যে মেয়াদ কম হয় সেই মেয়াদের জন্য;

(আ) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী আর্থিক মঞ্জুরী আংশিকভাবে উত্তোলন করিবার পর মৃত্যুবরণ করিলে যেদিন তিনি উক্ত মঞ্জুরী প্রথম উত্তোলন করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে উক্ত দশ বৎসর মেয়াদ গণনা করা হইবে;

(ই) কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবার যাহাতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অধীন আর্থিক মঞ্জুরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার চাকুরীতে বহাল থাকাকালেই কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ছকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন এবং

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.

উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিবারের পক্ষে আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে এইরূপ মনোনয়ন না থাকিলে কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১৪) এই অনুচ্ছেদ অনুসারে যে সকল বিষয় কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমির্টি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে সেই সকল বিষয়ে এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি লিখিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম

২৪। অন্য কোনভাবে কর্তৃপক্ষের সভার কোরাম নির্ধারণ করা না হইলে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সভায় উহার মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি দ্বারা সংশ্লিষ্ট সভার কোরাম হইবে এবং এই বিষয়ে প্রত্যেক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে গণনা করা হইবে।

সংবিধির ব্যাখ্যা

২৫। এই সংবিধির কোন বিধির ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিন্ডিকেটের প্রতিবেদনসহ উহা চ্যান্সেলরের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে চ্যান্সেলরের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

Copyright @ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh.